بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

জলসা সালানার স্বেচ্ছাসেবক ও অভ্যাগতদের উদ্দেশ্যে নির্দেশনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ২৮ জুলাই, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন :

আজ মহান আল্লাহ্র অশেষ রহমতে জামা'ত আহমদীয়া ইউ.কে.'র জলসা সালানা শুরু হচ্ছে। প্রায় চার দশক হল এখানে প্রতি বছর খিলাফতের উপস্থিতিতে জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শুরুতে ব্যাপক আয়োজনের কারণে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ব্যক্তিগত আগ্রহে পথ দেখান এবং রাবওয়া থেকেও লোকদের কাজ শেখানোর জন্য নিয়ে আসেন, যাদের মধ্যে ছিলেন অফিসার জলসা সালানা জনাব চৌধুরী হামিদুল্লাহ সাহেবও। তিনি অনেক সাহায্য করেছেন। খিলাফতের উপস্থিতিতে যখন এখানে প্রথম জলসা অনুষ্ঠিত হয়, যদিও তার আগে ১৯৮৪ সালে একটি জলসা হয়েছিল, তবে তা খুব সংক্ষিপ্ত ছিল, ১৯৮৫ সালে সম্ভবত পাঁচ হাজার লোক যোগদান করেছিলেন। কীভাবে এ সব সুষ্ঠভাবে ম্যানেজ করা যায় তা নিয়েও চিন্তিত ছিলেন ব্যবস্থাপকেরা। আর এখন অঙ্গ-সংগঠনগুলির ইজতেমাগুলিতে বহুগুণ বেশি অংশগ্রহণ হয়ে থাকে এবং অঙ্গ-সংগঠনগুলি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সমস্ত ব্যবস্থাপনা নিজেরাই দেখভাল করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, যুক্তরাজ্যের জামা'ত অনেক অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে, কিন্তু এখন যেহেতু তিন-চার বছর পর আবার বড় পরিসরে জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, ব্যবস্থাপনা কিছুটা উদ্বিগ্ন যে আমরা প্রত্যাশিত চল্লিশ হাজারের বেশি উপস্থিতি পরিচালনা করতে পারব কিনা। তবে আল্লাহ্র রহমতে এখানকার কর্মীরা খুব ভালোভাবে সব ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেবেন বলে আশা করছি।

গত রবিবার আমি তখনও পর্যন্ত কাজের পর্যালোচনা করে দেখেছি, মহান আল্লাহ্‌র রহমতে প্রতিটি বিভাগের স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ সম্পর্কে অত্যন্ত পরিশ্রমী ও অভিজ্ঞ পেয়েছি। যে দুশ্চিন্তাগুলো তখন ছিল তা সর্বশক্তিমান খোদা দূর করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা সর্বদা আমাদের থেকে এই দুশ্চিন্তাগুলো দূর করে দেবেন তবে শর্ত এটাই যে আমরা তার অনুগ্রহরাজি যেন গ্রহণকারী হই। আমাদের কাজ আমাদের কোন বুদ্ধিমত্তা বা অভিজ্ঞতার দ্বারা হয় না, শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র রহমতে হয়।

গত খুতবায় আমি স্বেচ্ছাসেবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে, প্রত্যেক কর্মী ও প্রত্যেক তত্ত্বাবধায়কের উচিত কঠোর পরিশ্রম, উচ্চ নৈতিকতা ও দোয়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করে তাদের কাজ করা। আবারও আমি কর্মীদের বলছি, যত দিন ডিউটি আছে, সেই চেতনা বজায় রেখে এই দায়িত্ব পালনের জন্য আপনারা সবাই নিজেদেরকে নিবেদন করেছেন। একইভাবে মনে রাখতে হবে, কর্তব্যের পাশাপাশি আল্লাহ্‌র ইবাদতের হকও আদায় করতে হবে। আপনার নামাযকে রক্ষা করতে হবে, আপনার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। একইভাবে আজ আমি জলসায় আগত অতিথিদের উদ্দেশ্যেও কিছু কথা বলতে চাই।

প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জলসায় অংশগ্রহণকারী সকলকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, এই জলসা কোনো পার্থিব উৎসব নয়। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি করুন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসা গড়ে তুলুন। এসব বিষয়ে মনোযোগ দিলে জলসার আয়োজনে কিছু ছোটখাটো ত্রুটির দিকে আমাদের মনোযোগ যাবে না।

জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে নিশ্চিত করতে হবে যে তিনি এজলাসের কার্যপ্রণালীতে যোগদান করবেন এবং জলসা চলাকালীন সময়ে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা না করে পূর্ণ মনোযোগের সাথে সভার কার্যক্রম শুনবেন। বিরতির সময়ও আপনি যে সময় পান তা আরও ভালভাবে কাজে লাগান, বাজারে অযথা কেনাকাটা করতে না গিয়ে বরং বইয়ের স্টলে যান। কেন্দ্রীয় বিভাগ ইত্যাদির প্রদর্শনী পরিদর্শন করুন এবং আপনার ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। এত বৃহত্তর পরিসরে এবং সাময়িক ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি কিছু রয়েই যায়, তাই সেগুলো উপেক্ষা করা উচিত। যেমন ধরুন, খাবারের ব্যবস্থাপনা। আপনি যদি সময়মতো খাবারের জন্য পৌঁছাতে না পারেন তবে আপনার যা পাওয়া যায় তা খাওয়া উচিত। রুটি কাঁচা বা পোড়া থাকলে চরম অবস্থায় তা রেখে দেওয়া যেতে পারে, অন্যথায় খেয়ে নেওয়া উচিত। ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় কিছু অভিযোগ আসে, এতেও প্রশাসনকে সহযোগিতা করতে হবে। উচ্চ নৈতিকতা প্রদর্শন করা, ভাল আচরণ দেখানো, একে অপরের সাথে সানন্দে সাক্ষাৎ, অন্যের জন্য ত্যাগের মনোভাব দেখানো ইত্যাদি কেবল স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ নয়, অতিথিদেরও এটি বিশেষভাবে দেখাতে হবে। নৈতিকতা ভালো না হলে কিছুই হয় না। গতবার একটা হাদিস উদ্ধৃত করেছিলাম যে, হাসিটাও ঈমানের অঙ্গ, এটি সাদকা ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন ঃ কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না তার হৃদয় কোমল হয়, যতক্ষণ না সে নিজেকে অন্য সবার থেকে নিকৃষ্ট মনে করে এবং যতক্ষণ না সমস্ত মিথ্যা অপসারণ হয়। জাতির সেবক হওয়া মখদূম (অর্থাৎ নেতা যাকে সেবা করা হয়ে থাকে)

হওয়ার লক্ষণ। দরিদ্রদের সাথে মৃদু ও নত ভঙ্গিতে কথা বলা হল ঐশী স্বীকৃতিলাভের পরিচয়। মন্দের উত্তর কল্যাণের মাধ্যমে দেওয়া সৌভাগ্যের প্রতীক, আর ক্রোধ দমন করা এবং আত্ম সংবরণ করা হল সাহসী যোদ্ধার পরিচয়।

এই তিন দিনে এসব বিষয়গুলো অনুশীলন করলে আমরা একরকম অভ্যাস করে ফেলব এবং বাকি দিনগুলিতেও আমরা এই বিষয়গুলো মেনে চলতে সক্ষম হব। নিজের উপর নিজের ভাইকে প্রাধান্য দেওয়া কোন স্বাভাবিক কাজ নয়, এটা নির্ভিক মুজাহিদের কাজ। তাই তিনি (আ.) বলেছেন যে এটি ঈমানের সাথে সম্পর্কিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ কেউ যদি আমার সাথে কঠোর কথা বলে এবং আমি তাকে একইভাবে উত্তর দিই তবে আমার অবস্থার জন্য দুঃখিত হওয়া উচিত। আমার তো তার জন্য বরং দোয়া করা উচিত। সুতরাং এসব হল সেই অনিন্দ্য সুন্দর নীতিমালা ও নির্মল সমাজ সমাজ যা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

একজন রোগমুক্ত হলে তবেই অন্যের রোগ নিরাময় করা সম্ভব। সকল অহংকার দূর করতে হবে। যদি একে অপরের ভুলত্রুটি উপেক্ষা করে নিরাপত্তার পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করা যায়, তাহলে যে উদ্দেশ্যে এখানে একত্রিত হওয়া তা অর্জিত হবে।

কখনও কখনও হাতাহাতি লড়াইয়ে পরিণত হয়। আপনি যদি এটি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন তবে জলসায় আসবেন না। পার্কিং এর বিষয়ে সহযোগিতা করতে হবে। আপনি যদি এই দিনগুলি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে অতিবাহিত করেন এবং আনন্দের সাথে সহ্য করেন তবে আল্লাহ্ আপনাকে অন্যান্য উৎস থেকে বরকত দান করবেন।

সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি ও প্রসারের লক্ষ্যে মহানবী (সা.) বলেছেন, আপনি অভাবগ্রস্থদের মুখে অন্ন তুলে দিন এবং চেনেন বা না চেনেন সর্বস্তরে প্রত্যেকের মঙ্গল করুন। লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যাদের অন্ন থাকলেও আশ্রয় নেই। ইসলামের নির্দেশ হলো ক্ষুধার্তকে খাওয়ানো। আমি চাই মুসলিম দেশগুলো এই সত্যটা বুঝবে এবং এই উদ্বেগ দূর করার চেষ্টা করবে।

মহানবী (সা.) সালামের উপদেশ প্রদান করেছেন। 'সালাম' বলা শুধু মৌখিক কথা নয়। যখন একজন ব্যক্তি হৃদয় থেকে সালাম জানায়, তখন সে শান্তি জানানোর চেষ্টা করে। তার কষ্ট দূর করার চেষ্টা করে। তাই এই দিনগুলিতে প্রত্যেক আহমদীর উচিত শান্তির বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা, সালাম অনুশীলন করা।

লোকেরা তাদের সাথে উষ্ণভাবে সাক্ষাৎ করে যাদের থেকে তারা সচরাচর উপকৃত হয়ে থাকে বা যাদের সাথে তাদের কোনরূপ সম্পর্ক রয়েছে। প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তার জন্ম হয় যখন অন্তরের ক্ষোভ দূরীভূত হয় এবং অন্তর থেকে একে অপরের জন্য শান্তির দোয়া আসে। জলসার পরিবেশ যেন শান্তিময় পরিবেশ হয়ে ওঠে, মানুষের অধিকার আদায় করা আমাদের জীবনের একটি অংশ হয়ে ওঠে।

হুজুর আনোয়ার বলেন, জলসার কার্যবিবরণী চুপচাপ ও মনোযোগ দিয়ে শুনুন। জলসায় এসে বসুন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই বিষয়টিকে অপছন্দ করতেন যে কিছু বক্তৃতা উদ্দীপনা

সৃষ্টিকারী বক্তৃতা হওয়ার কারণে শোনা হয় এবং অন্য বক্তৃতাগুলি শোনা হয় না।

জলসার এই দিনগুলিতে আল্লাহ্‌র যিকির ও দরূদ শরীফ পাঠে মনোযোগী হোন। এমনিতেই আজ মহররমের দিন। মহানবী (সা.) এর আধ্যাত্মিক ও পার্থিব পরিবার শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার নাম নিয়েই নিগৃহীত হয়েছিল। আর এখন তারা মহানবী (সা.) এর আধ্যাত্মিক পরিবার এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর জামা'তের প্রতি এই অবিচার করে চলেছে। আজকাল, পাকিস্তানে খুব কঠিন পরিস্থিতি রয়েছে এবং তারা বলে যে তারা এটি নবীর নামে করছে, অথচ আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হল মহানবী (সা.) এর উপর এবং তাঁর খাতামান্নবীঈন এবং তিনি যে শরিয়ত নিয়ে এসেছেন তার উপর। আর মহানবী (সা.) এর নির্দেশ পালনে আমরা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কে মান্য করেছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অসংখ্য জায়গায় লিখেছেন যে, যা কিছু পেয়েছি, তা তাঁর (সা.) ভালোবাসায় পেয়েছি।

জলসার বিষয়ে হুজুর আনোয়ার খুতবা শেষে বলেন, জলসাকক্ষে মহিলারা বোধগম্য শিশুদের বুঝিয়ে বলবেন যে তারা যেন জলসার কার্যধারা শোনে। প্রোগ্রামে লেখা নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। আল্লাহ্ আমাদেরকে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন এবং তাঁর অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষণ অব্যাহত রাখুন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
28 July 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in